কুচবিহার জেলার একটি সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা

পিতার হাতে পুত্র খুন
ও
উষারাণীর কবিতা

ক্যানভাসার চাই অল্পপয়সায় বই পাইকারী
দেওয়া হয়।

রচয়িতা — মোঃ যামিন আলি খাঁ
সাং—সিংবেড়িয়া, পোঃ—পঞ্চগ্রাম.
২৪ পরগণা

জোড়া পোষ্টকার্ড পাঠাইলে উত্তর দেওয়া হয়।

মূল্য—১২ পয়সা

কবিতা আরম্ভ

শোনেন শোনেন বন্ধুগণ শোনেন দিয়া মন,
আশ্চর্য্য ঘটনা একটি করিব বর্ণনা।

জেলা কুচবিহার ২ সবাই জানে পাড়াবাড়ী থানা,
গ্রামের নাম মির্জাপুর জেমনি পরগণা।
তথায় আছে ভাই ২ শুনতে পাই মুরল দত্ত নাম,
ঐ কুচবিহারে জন্ম তাহার তথায় ছিল ধাম।
তাহার দুই পুত্র ২ ছিল মাত্র আর যে ছিল মেয়ে,
হরিপুরে নিয়ে তাকে দিয়েছিল বিয়ে।
নাম তার উষবরাণী ? ছিল জ্ঞানী রূপ ছিল অতি,
রূপে গুনে সে নারী ছিল ভাই সতী।
জামাই রাসবিহারী২ বুদ্ধি ভারী জানি আই, এ, পাশ
বোম্বে থেকে টাকা ভাই পাঠায় বারো মাস।
সে যে চাকুরী করে ২ বহুদূরে বোম্বাই শহরে,
উড়োজাহাজ কোম্পানীতে চাকুরী সে করে।

পত্নী উষাবালা মনে জ্বালা থাকে বাপের বাড়ী,
রাসবিহারী মাঝে পাঠায় টাকা শাড়ি।
তিনমাসে হয়ে যায় ২ নাহি পায় শাড়ি আর টাকা,
খোঁজ খবর পায়না কিছু চিঠিপত্র লেখা।
চিন্তায় উষাবালা ২ মনে জ্বালা কেঁদে আকুল হয়,
স্বামীর চিন্তায় উষারাণী পাগল মতি হয়।

হঠাৎ আনছে পেন ॥ চিঠি উষারাণীর হাতে,
চিঠি পড়ে উষারাণী লাগিল কাঁদিতে।
স্বামী মারা গেছে ॥ বলি কাঁদে বিমান দুর্ঘটনায়,
খবর শুনিয়া প্রতিবেশী করে হায় হায়।
মাতা বুঝায় তারে ॥ বারে বারে শোন উষা মা,
এ সংসারে চিরদিন কেউ ত বাঁচে না।
কেন বৃথা কাঁদ মনকে বাঁধ বলি সবার ঠাঁই,
আপনারা সব জানার পাকট সাবধান রাখবেন ভাই
আমি বলে যাই ॥ শুনুন ভাই উষারাণীর কথা,
যে কথা শুনিলে পরে লাগে মনে ব্যথা।
মেয়ের দুঃখ দেখে ॥ লাগে বুকে মায়ের প্রাণও যায়।
তোমার বিয়ে দেব ॥ জামাই নেব ঠিক করেছি তাই,
আর মেয়ে বলে মাগো আমার ভাগ্যে সুখ নাই।
এদিকে মাতা পিতা কর কথা যুক্তি করে ঠিক,
মেয়ের পাত্র খুঁজতে তখন চলল উত্তর দিক।
যায় ময়নাগুড়ি ॥ তাড়াতাড়ি বলাইবাবুর কাছে
বলে আমার মেয়ের জামাই বাবা মরিয়া গিয়াছে।
বলে অদি অন্ত ॥ সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল,
রূপের কথা শুনে সবাই মোহিত হইয়া গেল।
বলাই ধনবান ॥ শক্তিমান আছে জমিদারী,
অনেক দিন আগে তার পত্নী গেছে মরি:
বয়স তার ৫০ হবে ॥ শুন সবে আছে এক মেয়ে
মনে তার বড় হবে উষারাণীর চেয়ে।

বলাই টাকা দিল ২ বস করে খোকা সুবলকে,
(বলে) আপনার সাথে যাব আমি মেয়ে দেখিতে।
তখন সঙ্গে নিয়ে ২ আসে ধেয়ে সুবলের ও বাড়ী,
উহাকে দেখিয়া বাবুর লোভ হইল ভারী।
দিলে। ছয়শো টাকা ২ বলে দেখা হয়েছে আমার,
তাড়াতাড়ি করে ফেল বিয়ের যোগাড়।
আবার বলাই বলে ২ কলে বলে সত্যি বলি ভাই
অনেক মেয়ে দেখেছি আমি এরূপ দেখি নাই ,
এবার বিয়ে হবে ২ শুনুন নাইকো প্রয়োজন,
আমি অকমকে লক্ষন করব আছে মোর ধন।
তারপর শুভদিনে ২ বলাইসনে হল বিয়ে শেষ,
ভালভাবে বিয়ে হয়ে গেল বেশ।
ঈশ্বরের কিবা লীলা ২ আজবখেলা বুঝা নাহি যায়,
দশদিন পরে এসে পড়ে সুবলের-জামাই।
উবা খবর পাইয়া ২ যায় ছুটিয়া আসে তাড়াতাড়ি
এসে দেখছে পড়িল বৈঠকখানায় হাতে বাঁধা ঘড়ি।
উবা প্রণাম করে ২ জিজ্ঞাসা করে আছি যত,
তোমার খবর পাইলাম আমি তুমি নাকি হত ?
শুনে পতি কয় ২ মিথ্যা নয় লণ্ডন যাওয়ারি কালে,
জাহাজে আগুন লাগে আমারি ভাগ্যের ফলে।
আমি প্যারাসুটে ২ ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে যে পড়ি,
কোম্পানী ভাবিল বুঝি আমি গেছি মরি।
কারণ জাহাজখানা ২ আগুনে পুড়ে ছারখার,
ক্যাপ্টেন মরিয়াছে আর প্যাসেঞ্জার।

শুধু আয়ুবলে রক্ষা পেল আমার জীবন,
এমনি ঘটনা আর ঘটেনি কখন।
তখন উষা বলে এখন তুমি বিশ্রাম করে নাও,
পরে সব শুনবে কথা খেয়ে-দেয়ে নাও।
এদিকে যুক্তি করে ঘরের মধ্যে পিতা-মাতা-ভাই।
এখন বুঝি আমাদের আর কোন উপায় নাই।
শুনে সুবল বলে ২ এইবার শোন মোর বাণী,
মনে মনে যুক্তি ঠিক করিয়াছি আমি।
আজ গভীর রাত্রে দা দিয়া কাটবে তোমরা দুই ভাই.
জামাইকে শেষ করিবে সময় বেশী নাই।
এই কথা শুনতে পেয়ে উষারাণী চিন্তায় পড়িল,
পতিকে বাঁচাইতে সতী ধীরে ধীরে গেল।
রাত দশটা যখন খাওয়া তখন সকলের ও শেষ,
উষা তখন স্বামীর ঘরে করিল প্রবেশ।
বলে উষারাণী ২ এখন তুমি যাও প্রাণপতি,
এই মুহূর্ত্তে ঘর ছাড় আমার অনুমতি।
নইলে রক্ষা নাই শুনতে পাই তোমার প্রাণ নিবে,
কুযুক্তি করেছে সবাই বিকালের দিকে।
শুনে বিহারী ২ তাড়াতাড়ি উষার যুক্তি নিয়া,
উষারাণীর কাপড় পরি যায় পলাইয়া।
ছোটে রাস্তা ধরি ২ জলদি করি বন্ধুর বাড়ী যায়,
ঘুমাইয়া পড়িল উষা নিজের বিছানায়।
রাত্রি দুটা যখন ২ ভাইরা তখন হাতে দা নিয়া,
ভগ্নীপতির ঘরের কাছে আসে ভাই ছুটিয়া।

বড় ভাইবলিতেছে ২ ছোটর কাছে ঘরের যাছে এসে,
ভিতরে তুমি যাও আমি দরজায় বসি।
যদি পালিয়ে যাও ২ ধরব চেপে কোন ভয় নাই
তাড়াতাড়ি কাট ভাইয়ে শেষ করা চাই।
ছোট দাও নিয়া ২যায় চলিয়া ভিতরে তখন,
অন্ধকারে মনে আবার ভাবিল তখন।
কেবা ভগ্নীপতি কেবা ভগ্নী কাহাকে কাটিব,
তার চেয়ে আলো এনে দেখিয়ো মারিব।
মনে এই ফিরি আসে ফিরি বাহিরে যখন,
বড় ভাবে ভগ্নীপতি পালাচ্ছে এখন।
মনে ভুল ভাবিয়া ২ দেখিয়া গলায় কোপ মারে,
কোপের চোটেতে মাথা মাটিতে যে পড়ে।
যায় পিতার কাছে ২ বলে হেসে রাসবিহারী শেষ,
লাশ এখন কি করিব দাও না আদেশ।
তখন পিতা বলে২ তাহা-হাইলে চল আলো নিয়ে দেখি
জঞ্জাল ঘুচিল এখন আমি এবার সুখী।
যায় আলো নিয়ে ২ দেখে গিয়ে আপন ছোট ছেলে,
জামাইকে মারবে বলে কাটলে আপন ছেলে।
তখন পিতা কাঁদে। মাতা কাঁদে কাঁদে বড়-ভাই
বিলাপ করিয়া বলে মোদের মানিক নাই।
উঠে উষা সতী ২ দুঃখে অতি কাঁদিতে লাগিল,
মেয়ায় স্বামী খুন করিয়া কোথায় চলে গেল।
দাদা বলে তাই বলে নাই শয়তানের ছেলে,
এবার আমি শয়তান জাত দিব সব জেলে।

শুনে প্রতিবেশী ২ কান্দে আসি করে হায় হায়,
ঊষার মা কেঁদে কেঁদে গড়াগড়ি যায়।
বলে দুষ্ট জামাই ২ খুন করি গেছ যে পলাই,
বিয়ের কথা শুনায় পরে ঝগড়া করে তাই।
যখন ভোর হল ২ খবর গেল থানাতে তখন,
দারোগা আসিল তাইরে পুলিশ দুইজন।
লাশ থানায় দিল ডাক্তার এল পরীক্ষার তরে,
জামাইকে বাজার হাটে পুলিশ এসে ধরে।
বিচার হাইকোর্টে ২ ঊষা ওঠে কাঠগোড়াতে গিয়া,
আদি-অন্ত সব বৃত্তান্ত বলিল খুলিয়া।
আরো সাক্ষী দিল ২ সব বলিল স্বামীর পক্ষে তাই,
বন্ধুর আর পিতামাতার মুখে শব্দ নাই।
হাকিম বারে বারে ২ বলে তোর কও সত্য কথা,
ঊষা বলে খুনের জন্য দায়ী মোর পিতা।
সাক্ষীর কথা শুনে ভাবে মনে বলে বিচারপতি,
বারো আনা দোষ দেখি সুবলের অতি।
এমন সতী নারী ২ ঘুরি ফিরি ক'রাচো দেখি নাই,
পিতাকে জেলে দিয়ে স্বামীকে বাঁচায়।
হাকিম জুরির সাথে ২ সাক্ষীমতে রায় দিল তখন,
রাসবিহারী খালাস পেল আনন্দিত মন।
হাকিম রায় লিখিয়া২ নিয়া গিয়া হাইকোর্টে দিল;
সুবলের বাইশ বৎসর জেল হইল।
তারপর বড়ছেলে ২ আদেশ দিল জজ সাহেব তাই,
দশ বৎসরের জেল তা জানিবেন সবাই।

সামিন বলে এবার ২ চমৎকার বিচার সুন্দর,
দুই আনা কবিতার দাম নিলেন ঘরে ঘরে ।
পত্নী শিক্ষা পাবে বুঝিতে পারিবে সতীর কি মহিমা,
সতী নারী পতী ভিন্ন আর কিছু চায় না।
তখন রাসবিহারী ২ খুশি ভারী আপন পত্নী নিয়া
বোম্বেতে যায় তাহারা জাহাজে চড়িয়া ।
থাকে মনের সুখে ২ স্বামীর কাছে মনে মহাসুখ,
বলাইচন্দ্র টাকার লাগি করেছে আপসুস।
এখন শোনেন ভাই ২ বলে যাই দুষ্টজনার কথা,
জামাইকে খুন করবে বলে নিজেই পেল ব্যথা।
এখন এইখানেতে ২ শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা,
কবিতার ঘর সিংবেড়ে ভুলে যাবেন না।
আমার কাজ-হল ২ শুধু ভাল বই বিক্রী করা,
শিখিবারমত লিখি আমি নানারকম ছড়া।
আ'রা কতজনে ২ আমার বই নকল আবার করে,
শাস্তি আমি দিতে পারি যদি ধরা পড়ে।

কবিতা ইতি হল

জ্যোতি প্রেস বারুইপুর কাছারী বাজার